ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

২০০৬ সালে জাতটি চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ব্রি ধান৪৭ বাংলাদেশের লবণাক্ত এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

ব্রি ধান৪৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত।
- গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি।
- ডিগ পাতা চওড়া, লম্বা ও খাড়া।
- চাল মাঝারি মোটা এবং পেটে সাদা দাগ আছে।
- এ জাতটি চারা অবস্থায় উচ্চ মাত্রা (১২-১৪ ডিএস/মিটার) লবণাক্ততা সহনশীল।
- বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রা ৬ ডিএস/মিটার) লবণাক্ততা সহনশীল ।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা কবলিত। ধান সাধারণত লবণাক্ততা সংবেদনশীল ফসল। এ কারণে লবনাক্ত এলাকায় বিশেষত বোরো মৌসুমে উফশী ধান চাষাবাদ ব্যাহত হয়। বোরো মৌসুমে প্রধানত প্রথম দিকে অর্থ্যাৎ চারা অবস্থায় লবণাক্ততা বেশী থাকে। এ অবস্থায় ব্রি ধান৪৭ আবাদ করে কৃষকগণ ব্রি ধান২৮ বা অন্যান্য বোরো ধানের চাইতে অধিক ফলন পাবেন।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১৫২ দিন।

ফলন

লবণাক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৬.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন** ঃ ১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়স** ঃ ৩৫-৪০ ।

৩. **রোপণ দূরত্ব** ঃ ২০ X ১৫ সেমি।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)** ঃ

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২৫	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৪৫-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন** ঃ রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা** ঃ অনুমোদিত নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক।

৯. **রোগবালাই দমন** ঃ অনুমোদিত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. **ফসল কাটা** ঃ ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (১-১৫ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd